কেষ্ট কবির কষ্টগুলো

ইসমোনাক

কেষ্ট কবির কষ্টগুলো

ইসমোনাক

প্রজন্ম
মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮
www.projonmo.pub

কেষ্ট কবির কষ্টগুলো

ইসমোনাক

প্রথম প্রকাশ: বইমেলা ২০১০

প্রজন্ম সংস্করণ: বইমেলা ২০২১

গ্রন্থস্বত্ব: লেখক

প্রচ্ছদ: ওয়াহিদ তুষার

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com/projonmo
amaderboi.com/projonmo

প্রজন্ম পাবলিকেশনের পক্ষে আহমদ মুসা ও ওয়াহিদ তুষার কর্তৃক ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত; মার্জিন সলিউশন, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

Kesto Kobir Kostogulu by Ismonak
Published by Projonmo Publication
Copyright © Ismonak
ISBN: 978-984-95578-1-4

উৎসর্গ

জন্মের জন্য যাদের কাছে চিরঋণী সেই মা ও প্রয়াত বাবাকে

সম্পাদকের কথা

জ্ঞানের প্রতীক বই। বই মানুষকে জ্ঞানী করে, আলোকিত করে। মানুষের ভেতরের মানুষটিকে সুন্দর করে। বোধ, আবেগ অনুভূতি বুঝতে শেখায়, মানুষকে ভালোবাসতে শেখায়, মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে জাগ্রত করে; তাই মানব জীবনে বইয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। বইয়ের বিকল্প শুধুই বই।

মান সম্মত ভালো লিখার গুরুত্ব অনেক। একটি ভালো বই শুধু জ্ঞানের আলোই ছড়ায়না। প্রচুর আনন্দ বিনোদনও ছড়িয়ে দেয়। মানুষকে হাসায় কাঁদায়।

কেষ্ট কবির কনফারেন্স বইটিতে কেষ্টরুপী এক মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, অভাব-অনটন ও চাওয়া-পাওয়া—এক অপরূপ শৈল্পিক রূপে বিবৃত হয়েছে। এতে রয়েছে সুন্দর সুন্দর কিছু মেসেজ যা স্পর্শ করবে প্রতিটি মানুষের হৃদয়। এ আমার বিশ্বাস।

এ গল্পের একটি চমকপ্রদ দিক রয়েছে। গল্পের প্রতিটি শব্দের প্রথম অক্ষর একটি মাত্র বর্ণ "ক" দিয়ে শুরু হয়েছে যা পাঠককে বিস্মিত করবে। কেননা বাংলা সাহিত্যে এটি এক নতুন ধারা, নতুন উদ্ভাবন, নতুন ইতিহাস। যা কিনা বিশ্বসাহিত্য দরবারে এক বিরল ঘটনা।

এ লিখাটি সম্পাদনা করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্ববোধ করছি। শুধু "ক" দিয়ে একটানা এত বড় গল্প পড়তে কিঞ্চিৎ

একগুয়েমী এসে যেতে পারে। কিন্তু গল্পের এ ধারাকে অব্যাহত রাখতেই এমনটি করতে হয়েছে। তবুও এমন অনাকাঙ্ক্ষিত একগুয়েমীর জন্য ক্ষমা চাইছি। আরো ক্ষমা চাইছি অযাচিত ভুল ত্রুটির জন্য। পাঠকের ভালো লাগা মন্দ লাগাই এর বিচার করবে।

বাংলা সাহিত্যের গন্ডি পেরিয়ে বিশ্বের সকল সাহিত্যে এর মহিমা ছড়িয়ে পরবে এ কামনা করি।

মোঃ হুমায়ুন কবির

এক

কালিকচ্ছ কুমারপাড়ার কিষাণ কুটিরের কর্ণধার কমল কুমারের কনিষ্ঠ কাকু কেষ্ট। কেউ কেউ কেষ্টরে 'কবি কেষ্ট' করেও কয়। কিছুকাল কবিতায় কাব্যেও কির্তনে কাজ করেছে কেষ্ট। কেষ্টর কণ্ঠে কিনা কঠিন কারুকাজ। "কিন্তু কপাল কুন্ডলা কেষ্ট"। কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণে কণ্ঠরুদ্ধ কেষ্টর। কালিকচ্ছের কাজী কটেজের কাছে কামরাঙ্গিতলায় কুঁড়ের কুটিরে কোষ্ঠকাঠিন্যে কোনক্রমে কাল কাটায় কেষ্ট। কিছুকাল কাজীর কটেজে কাজ করেছিল, কিন্তু কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণে কাজী কটেজেও কাজ করছেনা কিছুকাল। কেমনেইবা করবে। কাজ করাতো কেষ্টর কাছে কঠিন। কঠিন কাজ কেষ্ট করবে কেমন করে। কাজ কাম করেনা, কাগজ কড়িও কামাই করেনা, কান্তু কড়ি কামাইনা করলে, কাম কাজনা করলে কষ্টতো করবেই। কেষ্টর কেবলই কষ্ট কেবলই কষ্ট। কত কিযে কষ্ট কেষ্টর, কেমনে কমু কষ্টের কথা। কেষ্টর কাকীমা কুসুম কলি কইল "কেষ্টরে, কষ্টের কথা কেউরে কইসনা। কইয়া কাম কি? কইলে কেবল করুণাই করবে। কটাক্ষ করে কথা কইবে।" কাকীমার কথায় কেষ্ট কষ্টেই কাল কাটাচ্ছে। কিন্তু কাউকে কয়না। কষ্ট করে, কেবলই কষ্ট করে "কষ্ট করাটাই কেবল কেষ্টর কাজ।"

কত কিযে কষ্ট কপাল কুন্ডলা কেষ্টর। কেমন করে কমু কেষ্টর কষ্টের কথা। কড়ির কষ্ট, কাগজের কষ্ট, কুঁড়ে কুটিরে কাঁথা কাপড়ের

কষ্ট, কাম কাজনা করার কষ্ট, কলমের কষ্ট, কালো কালো কষ্ট, কমলা কালার কষ্ট, কেষ্টর কেবলই কষ্ট। কমল কান্তের কনিষ্ট কুমারী কন্যা কমলারে কাছের করে করে কাবিন করে কালনা কাটানোর কষ্ট। কেষ্টর কেবল কষ্ট, কেবলই কষ্ট। কমল কান্তের কন্যা কংকনাকেও কইছিল, কংকনারে কাবিন করে, কাছের করে কামরাঙ্গিতলার কুঁড়ের কুটিরে কাল কাটাবে। কিন্তু কংকনা কেষ্টরে কাবিন করে কুঁড়ের কুটিরে কাল কাটায়নি। কেষ্টর কথায় কর্ণপাতও করেনি। কিন্তু কেষ্টর কলিজার কোমল কুঠরির কঠিন কঠিন কথাগুলোকে কলঙ্কিত করেছে।

কিন্তু কেষ্ট! কষ্টের কথাগুলো কারে কইব, কেমন করে কইব, কীভাবে কইব, কারে কইলে কেষ্টর কষ্ট কমবে?

কষ্টের কথা কি কেউ কর্ণপাত করে? করেনা। কেষ্টর কষ্টের কথা কেউ কর্ণপাত করবেনা। কি করবে কেষ্ট? কেমন করে কাল কাটাবে? কেষ্টর কাকিমা কুসুমকলি কালিকচ্ছের কয়েকজন কবিকে কইল; কবিগণ, কয়েকটা কথা কই।

কবিগণ কইলেন; কও কুসুমকলি কও। কী কথা কইবা কও! কুসুমকলি কয়: কে কোথায়, কখন, কারো কাছে কথাগুলো কইছিল কিনা কমু কেমনে, কিন্তু কমু, কথাগুলো কমু, কুসুম কোমল করে কুকিল কণ্ঠে কমু। কঠিন কঠোর কষ্টের করে কর্ণপাত করুন। কেননা কথাগুলো কাজের কথা। কঠোর কঠিন কষ্টের কথা। কর্ণপাত করুণ, কবিগণ কর্ণপাত করুন। কাহিনীটি কবিগুরু কায়কোবাদের কওয়া কেষ্টর কঠিন কষ্টের কাহিনী। কবি কেষ্টর ক্রান্তিকালের কিছু করুণ কাব্য কথা।

কেউ কেউ কইবেন: কওতো, কওতো, কেমনতর করুণ কাব্য কথা। কেউ কেউ কইবেন, কাব্য কথা কীসের? কাব্য কথা কইয়া কাম কী? কিন্তু কবিগুরু কায়কোবাদ কী কয় কনতো? কেমনেই বা কইবেন? কানেতো কোন কাজ করেনা। কানে কাজ করলে কবিগুরু কী কয় কইতেন কিংবা কর্ণপাত করতেন।

কবিগণ কহে: কবিগুরু কায়কোবাদ কী কয়? কবিগুরু কায়কোবাদ কয় কৃপা করো করুণাময়ী কৃপা করো, করুণা করো কঠিন কালের কর্তা। কেষ্টরে কৃপা করো। কতনা করুন কণ্ঠে কেষ্ট কবিতা কইত। কির্তণ কইত। কিন্তু কোথায়! কোথায় কেষ্টর কষ্টের কবিতা। কোথায় কেষ্টর করুণ কির্তণ। কোথায়?

কোথায়? কৃপা করো করুণাময়ী করুণা করো। কেষ্টরে কৃপা করো কেননা কেষ্ট কঠিন কপালকুণ্ডলা। কেষ্টরে কৃপা করো। কিন্তু কপাল, কপালের কষ্টের কথা কেপারে কইতে?

কবি কালিপদ কয়: কবিগুরু কায়কোবাদের কথাই কন।

কবিগণ কইলেন: কী কইবেন কবিগুরু কায়কোবাদের কপালের কথা?

কালিপদ কয়: কেমন কপাল কবির, কয়েকটা কাঠের কারখানা, কয়টা কাপড়ের কল, কিন্তু...

কবিগণ কহে: কিন্তু কী?

কালিপদ কয়: কইতেছি।

কবিগণ কয়: কও কও; কবিগুরু কায়কোবাদের কথা কও।

কুমিল্লা কচুয়ার কাছে কেন্দ্রীয় কলেজের কবরস্থানের কোণায় কাঠালতলার কাছে কবিগুরু কায়কোবাদের কাঠের কারখানা। কারখানায়

কয়েকজন কর্মচারী কাজ করছিল। কারখানার কার্যালয়ে কয়েকজন কর্মকর্তাও কাজ করছিল। কর্মকর্তারগণ কীসের কী কথা কইতেছিল। কথা কইতে কইতে কর্মকর্তা কামাল কার্জাই কইল: কর্ণপাত করুন কবিগণ, কর্ণপাত করুন। "কালের কণ্ঠের" কবি কুমার কাঙ্গালী কয়েকটা কথা কইব, কর্ণপাত করুন।

কামাল কার্জায়ের কলিগ কর্মকর্তাগণ কইলেন: কন কন কবি কুমার কাঙ্গালী কন, কন কী কইবেন।

কবি কুমার কাঙ্গালী কইল: কাঠের কারখানার কর্ণধার কবিগুরু কায়কোবাদ কঠিন ক্যান্সারে কবলিত। ক্যান্সার কবলিত কবি কঠিন ক্রান্তিকাল কাটাচ্ছেন। কনতো কতখানি কষ্টে কাল কাটছে কবির। কেষ্টর কথাইবা কী কমু। কোষ্ঠকাঠিন্যে কেষ্টও কত কষ্টইনা করছে। কিন্তু কে কয় কার কথা। কষ্টে কষ্টে কলিজা কালো করেছে কেষ্ট। কিন্তু কী করব কনতো কবি কর্মকর্তাগণ, কাকে কী করব। কীভাবে করব? কী করব? কৃপা করো করুণাময়ী করুণা করো। কথাগুলো কইতে কইতে কর্মকর্তা কামাল কার্জাই কিঞ্চিৎ কাঁদলেন। কবি কুমার কাঙ্গালীও কাঁদলেন। কুমার কাঙ্গালীও কামাল কার্জায়ের কান্নায় কর্মকর্তারাও কাঁদলেন। কর্মকর্তাদের কান্নায় কারখানার কর্মচারীরাও কুঁকিয়ে-কুঁকিয়ে কাঁদলেন।

কাঁদতে-কাঁদতে কর্মচারী কাজল কুমার কয়: কষ্ট করে কি কেউ কাল কাটায় কবি? কাটায়না। কিন্তু করুণাময়ী কষ্ট করালে কাল কাটবে কষ্টেই।

কপালের কষ্টের কথা কী কমু কবি। কতনা কষ্ট করে কাল কাটাচ্ছি। কষ্ট কেবলই কষ্ট।